بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরম ভালোবাসার বিষয়টি তাঁর ইবাদত ও যিকরে এলাহীর বিভিন্ন ঘটনার আলোকে বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলেছেন, মহানবী (সা.) আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ এবং সর্বক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ। সাম্প্রতিক খুতবাগুলোতে এ প্রেক্ষাপটে তাঁর খোদাপ্রেমের উল্লেখ করা হচ্ছিল। আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার বিষয়টি বর্ণনার পর তাঁর ইবাদতের বিষয়টি উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এ দু'টি বিষয় একটি অপরটির পরিপূরক। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা না থাকলে প্রকৃত ইবাদত হতেই পারে না। তাই ইবাদতের বরাতে খোদা তা'লার প্রতি ভালোসাবার বিষয়টি আজ উল্লেখ করছি।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) এই ভালোবাসার মানকে যেভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন এর ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী বিভিন্ন খুতবায় একটি আয়াতের বরাতে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الۡعَالَمِينَ** অর্থাৎ, [হে মুহাম্মদ (সা.)] **তুমি ঘোষণা করে দাও! আমার ইবাদত ও আমার কুরবানীসমূহ আর আমার জীবন এবং আমার মরণ সবই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক।** এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এই ঘোষণা দিতে বলেন, **فَاتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ اللّٰهُ** (অর্থাৎ, **তোমরা আমাকে ভালোবাসো তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন**)। এর আদেশের মাধ্যমে আমাদেরকেও সেই মান অর্জনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র বলেন, **وَمَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَالۡإِنۡسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ** অর্থাৎ, **আর আমি জ্বীন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।** অতএব, (তিনি) স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যদি তুমি আমাকে অনুসরণ করতে চাও তবে জেনে রাখো! যেভাবে আমি মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরেছি, তোমরাও তা অর্জন করো এবং এর প্রাপ্য অধিকার প্রদানের চেষ্টা করো। আর কেবল তখনই (তোমরা) নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে আর তখনই আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এরপর হুযূর (আই.) মহানবী (সা.)-এর ইবাদতের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার **মহানবী (সা.) এমন একটি চাদরের ওপরে দাঁড়িয়ে নামায পড়েন যাতে নকশা করা ছিল।** তিনি (সা.) নামায শেষ করে তাৎক্ষণিকভাবে বলেন, এটি এখনই অমুকের কাছে নিয়ে যাও আর পরিবর্তন করে একটি সাদা চাদর নিয়ে আসো, কেননা এটি আমার মনোযোগ নষ্ট করছিল, [অর্থাৎ, নামাযে মনোযোগ বিঘ্নিত হচ্ছিল।] অতএব, নামাযের সময় ইসলাম সেসব জিনিষ ক্বিবলার দিকে রাখতে নিষেধ করেছে যা নামাযের মনোযোগ নষ্ট করে। এ থেকে বুঝা যায়, তিনি (সা.) নামাযের বিষয়ে কতটা সচেতন ছিলেন। হযরত জা'ফর বিন মুহাম্মদ (রা.) তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.)-কে একবার প্রশ্ন করা হয়, **আপনার ঘরে মহানবী (সা.)-এর বিছানা কেমন ছিল?** তিনি (রা.) বলেন, তাঁর বিছানা ছিল চামড়ার যার ভেতরে খেজুরের আঁশ ভরে দেয়া হতো। হযরত হাফসা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার ঘরে তাঁর (সা.) বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি (রা.) বলেন, আমার ঘরে রেশমের বিছানা ছিল আর আমি

এটিকে দু'ভাজ করে বিছিয়ে দিতাম। এক রাতে মহানবী (সা.)-এর বিছানাকে আমি চার ভাজ করে দেই যেন তা কিছুটা আরামদায়ক হয়। সকালে উঠে তিনি (সা.) বলেন, তুমি বিছানায় কী বিছিয়েছ? উত্তরে তাঁকে বলা হয়, এটি আপনারই বিছানা, আমি শুধুমাত্র চার ভাজ করে দিয়েছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, এটিকে পূর্বের মতো করে দাও। কেননা, এটি রাতে আমার ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধতার কারণ হচ্ছে। তাঁর ইবাদতের মানও অনেক উন্নত ছিল। যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, হযরত সওদা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমার ঘরে নামায পড়ছিলেন। আমিও তাঁর পেছনে নামায পড়ি। তিনি (সা.) এত দীর্ঘ রুকু করেন যে, শেষে আমি আমার নাক চেপে ধরি, যাতে আমার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে আরম্ভ না করে। আর **দীর্ঘক্ষণ কাঁদার কারণে তাঁর বুক থেকে এমন শব্দ বের হচ্ছিল যেন যাঁতা পেষা হচ্ছে বা গ্রাইন্ডার চালানো হচ্ছে। অন্য হাদীসে আছে, কান্নার কারণে তাঁর বুক থেকে এমন শব্দ আসছিল, মনে হচ্ছিল যেন হাঁড়িতে গরম পানি ফুটছে।**

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে একই বাহনে সফর করছিলাম। তিনি (সা.) কিছুক্ষণ পর পর তিনবার আমাকে ডাকেন আর আমি লাব্বায়েক বলি। এরপর তিনি (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, **তুমি কী জানো বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র কী হক্ব রয়েছে?** তিনি বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। মহানবী (সা.) বলেন, **সে যেন তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে।** এরপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি কী জানো, **আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার কী হক্ব আছে?** আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। মহানবী (সা.) বলেন, **তাদেরকে শাস্তি না দেয়া।** অতএব, মহানবী (সা.) কেবল নিজের ব্যক্তিগত ইবাদতের মানই প্রতিষ্ঠা করেন নি, বরং সেই মান অর্জন করার জন্য উপদেশ প্রদান করে বলেন, তোমরাও এমনটি করবে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা অর্জন করবে এবং তাঁর শাস্তি থেকেও রক্ষা পাবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর তফসীরের এক স্থানে লিখেন, মহানবী (সা.) নফল ইবাদতের ব্যাপারে এতটাই দৃষ্টি রাখতেন যে, নফল ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাতের বেলা শহরের অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে দেখতেন, সাহাবীদের মধ্যে কারা নফল পড়ছেন। ফলে বুঝা যেত, কার বাড়ি থেকে নামাযের ধ্বনি ভেসে আসছে আর কারা তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত হয়েছে অর্থাৎ তিনি (সা.) জরিপ করতেন। হুযূর (আই.) বলেন, এখন অনেক সময় নামাযের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে মানুষ আপত্তি করতে থাকে আর বলে, এটি আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। অথচ মহানবী (সা.)ও নামাযের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন এমনকি তাহাজ্জুদের বিষয়েও তদারকি করতেন। একবার এক সভায় **হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর বিভিন্ন মহৎ গুণের উল্লেখ করা হলে মহানবী (সা.) বলেন, সে ভালো মানুষ, কিন্তু শর্ত হলো, তাহাজ্জুদ পড়তে হবে।** এরপর তিনি (সা.) বলেন, **আল্লাহ্ সেই দম্পতির প্রতি কৃপা করুন যাদের মাঝে স্বামী যদি আগে জাগ্রত হয় তাহলে সে নিজে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং স্ত্রীকেও জাগায়, আর যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানির ছিটা দেয়। অনুরূপভাবে যদি স্ত্রী আগে জাগে তাহলে সে নিজে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং স্বামীকেও জাগায়, আর যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানির ছিটা দেয়।**

হুযূর (আই.) বলেন, বস্তুত মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি কাজই যেহেতু মানুষের জন্য আদর্শস্বরূপ তাই তিনি (সা.) যে জিনিসগুলোকে বৈধ আখ্যা দিতেন এবং ব্যবহার করতেন তা একপ্রকার ইবাদত ছিল। এভাবে যেসব বিষয় বারণ করতেন এবং নিজেও সেগুলো ব্যবহার করতেন না তাও ইবাদতেরই

অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোটকথা, তাঁর (সা.) প্রতিটি কাজই ছিল ইবাদত, কেননা সেগুলো খোদা তা'লার নির্দেশের আলোকেই তিনি করতেন। এর একটি উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি আসরের নামাযের 'সময়' জিজ্ঞেস করেন। একথা স্পষ্ট যে, প্রথম সময়ে নামায পড়া পছন্দনীয়। কিন্তু মহানবী (সা.) নামায পড়তে এত বিলম্ব করেন যে, নামাযের সময় তখন খুবই কম অবশিষ্ট ছিল। তাঁর (সা.) নামাযে বিলম্ব করাও একটি ইবাদত ছিল। কেন? এজন্য যে তিনি (সা.) এর মাধ্যমে এ শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, মানুষ যদি কোনো কারণে প্রথম ওয়াক্তে নামায না পড়তে পারে তাহলে সে যদি শেষ সময়ের মধ্যেও নামায পড়ে নিতে পারে তবুও তার নামায হয়ে যাবে।

মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার আরেকটি লক্ষণ ছিল তাঁর যিকরে এলাহী। **তিনি (সা.) ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী এবং তিন কুল তিন বার করে পাঠ করে মাথা থেকে সারা দেহে যতটুক পর্যন্ত পৌঁছাতো হাত বুলাতেন।** এই সুন্নতের ওপর প্রত্যেক মুসলমানের আমল করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রতিটি আদেশের ওপর আমল করা উচিত আর এজন্য মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে হবে। অতএব, এটি ভেবে যিক্‌র বা আল্লাহ্‌র স্মরণ ত্যাগ করা উচিত নয় যে, এটি তেমন জরুরি নয়— বা না করলেও জাহান্নামে যেতে হবে না। আবার এ ধারণা করাও ঠিক নয় যে, এই যিক্‌রই জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট, এর সাথে আর কোনো আমলের প্রয়োজন নেই। যেসব ফরয ইবাদত রয়েছে সেগুলোও পালন করতে হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরও বলেন, যারা ধর্মের কাণ্ডারী, তারা মনে করে আমাদের আমল যেন অন্যদের চেয়ে অধিক হয়। এ কারণে অনেকে লৌকিকতাবশে বিভিন্ন কাজ করে থাকে আর বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আমরা তোমাদের জন্য আদর্শস্থানীয়। কিন্তু মুসলমানদের এরূপ বাহ্যিক আচরণ প্রদর্শন করা উচিত নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ মহানবী (সা.) এক স্থানে বলেন, **আমি কখনো কখনো চিন্তা করি যে, আমি নামায দীর্ঘ করতে চাই, কিন্তু শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে নামায সংক্ষিপ্ত করেছি।** বর্তমান যুগে কতক সূফী এটিকে অবমাননাকর মনে করে এবং যে অবস্থাই হোক না কেন নামায দীর্ঘায়িত করে। হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, **মহানবী (সা.) জুতা পরিধান করেও নামায আদায় করতেন।** এ থেকে বুঝা যায়, তিনি লৌকিকতা করতেন না, বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী সহজ পন্থা অবলম্বন করতেন আর উম্মতকেও এ শিক্ষাই প্রদান করে গেছেন। হুযূর (আই.) বলেন, এমন জুতা যা অপবিত্র নয়, কিংবা এমন স্থান যেখানে শরীরে নোংরা লাগার সম্ভাবনা রয়েছে; সেখানে জুতা পড়েও নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে। অতএব, এসব ঘটনা থেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.) লৌকিকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কখনো কিছু করতেন না।

মহানবী (সা.) বা'জামাত নামায পড়ার প্রতি এতটা গুরুত্বারোপ করতেন যে, একজন অন্ধ সাহাবী তাঁর (সা.) কাছে এসে অনুমতি প্রার্থনা করেন যে, বৃষ্টির মধ্যে আমার মসজিদে আসতে সমস্যা হয়, তাই এ সময় আমাকে বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করুন। তিনি (সা.) প্রথমে অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি ফিরে যেতে লাগলে তিনি (সা.) তাকে পুনরায় ডেকে আনেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার কানে কি আযানের ধ্বনি পৌঁছে? তিনি হ্যাঁ বোধক উত্তর দিলে মহানবী (সা.) বলেন, **যদি আযানের শব্দ তোমার কানে পৌঁছে তাহলে তোমাকে মসজিদে এসেই নামায পড়তে হবে।** পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের প্রাপ্য অধিকার

যথাযথভাবে প্রদান করার এবং মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)